কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)

সেচ ভবন, ৪র্থ তলা, ২২ মানিক মিয়া এভিনিউ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

ফোন ঃ ৯১১৭৮৬২, ৯১৩৬২৭৪, ৯১৩৬৪৯৫ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-৯১২৭৫১৬, Email : birtanoffice@gmail.com Web: www.birtan.gov.bd

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এবং বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এর সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রম গ্রহণ বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি: মো: হাবিবুর রহমান খান
নির্বাহী পরিচালক, বারটান

সভার তারিখ: ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি:

সভার সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভার স্থান: বারটান-এর সভাকক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা-পরিশিষ্ট-'ক'।

১. সভার শুরুতে সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদের (বিএনএনসি) মহাপরিচালক ডা: মো: খলিলুর রহমান-কে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)-এর কার্যালয়ে স্বাগত জানান এবং সভায় উপস্থিত বারটানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদেরও স্বাগত জানান। তিনি জানান যে, পুষ্টি একটি বহুপাক্ষিক ও বহুকেন্দ্রিক বিষয়। এর সঙ্গে স্বাস্থ্য, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। ফলে পুষ্টি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিনি বারটান-এর পরিচালক-কে সভার বিষয় ও আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

২. বারটান-এর পরিচালক কাজী আবুল কালাম জানান যে, বারটান পুষ্টি বিষয়ে বিশেষ করে খাদ্যভিত্তিক ফলিত পুষ্টি বিষয়ে সারাদেশে জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম করে যাচ্ছে। আর এ জন্য পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করেও বারটান কাজ করছে। বারটান-এর ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে ০৭টি বিভাগ এবং প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে অপর ০১টি বিভাগসহ দেশের ০৮ বিভাগেই পুষ্টি বিষয়ক কাজ করছে। এর মাধ্যমে বারটান ৬৪ জেলার প্রায় সকল উপজেলাতেই পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও বারটান সীমিত পরিসরে পুষ্টি বিষয়ক কিছু গবেষণার কাজও সম্প্রতি শুরু করেছে। এ প্রেক্ষিতে বারটান বিএনএনসি'র সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আগ্রহী। যেহেতু বিএনএনসি পুষ্টি বিষয়ক কাজের জন্য সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, সেহেতু বারটান মনে করে বিএনএনসি আরও সক্রিয়ভাবে পুষ্টি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে কাজ করবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাতে পুষ্টি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানকে স্বলমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান কি কাজ করছে তার কোনও পরিসংখ্যান গ্রহণ করার কোন ব্যবস্থা এখনও করা হয়নি। এছাড়া পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা করার জন্য কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সে বিষয়েও একটি দিকনির্দেশনা থাকা জরুরি। বিএনএনসি সম্প্রতি জেলা পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ে কাজের জন্য ডিএনসিসি এবং উপজেলায় কাজের জন্য ইউএনসিসি গঠন করেছে। কিন্তু এ কমিটিগুলো এখনও ততটা সক্রিয় নয়। এ বিষয়ে তিনি আরও জানান যে, বারটান সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে GAIN এর সহায়তায় উল্লিখিত দুই কমিটির সদস্যদের পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এজন্য যে 'প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল' প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে বিএনএনসি আলোকপাত করে এতে নতুন তথ্য সংযোজন বা বিয়োজনের কাজ করতে পারে। বারটান মূলত পুষ্টি সংবেদনশীল কাজ করছে এবং বারটান মনে করে পুষ্টি বিষয়ে বিএনএনসি'র সহায়তায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। আজকের সভায় বিএনএনসি পুষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে

যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করে তাদের সকলের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সমন্বয় করে কিভাবে কাজ করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করবে।

৩. বিএনএনসি -এর মহাপরিচালক ডা: মো: খলিলুর রহমান তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বারটান-এর নির্বাহী পরিচালক-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, বিএনএনসি পুষ্টি বিষয়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। তবে এর জনবলের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পুষ্টি বিষয়ে নানাবিধ কাজের সঙ্গে বিএনএনসি সম্পৃক্ত আছে। তিনি জানান যে, বিএনএনসি দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনাতে পুষ্টি সম্পর্কিত সকল প্রতিষ্ঠানকে স্বলমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কাজের বিষয়ে দিকনির্দেশনা সম্পর্কিত কাজের পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে একটি সফটওয়্যার প্রস্তুতির কাজ করছে। এছাড়া, পুষ্টি বিষয়ে গবেষণা সম্পর্কিত একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছে। তিনি ডিএনসিসি কমিটি বিষয়ে জানান যে, বিএনএনসি এ পর্যন্ত বহু জেলায় কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করেছে। তবে সুনামগঞ্জ জেলা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। এ জেলাকে মডেল ধরে বিএনএনসি কাজ করতে আগ্রহী।

৪. বারটান-এর উর্ধ্বতন প্রশিক্ষণ ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ জানান যে, বারটান সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে GAIN এর সহায়তায় ডিএনসিসি -এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এই কমিটির সদস্যগণের অনেকেই তাঁদের কাজের বিষয়ে অবহিত নন। অনেক সদস্যই পুষ্টি সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি কর্মপরিকল্পনাসহ অন্যান্য সরকারি নীতি ও পরিকল্পনার সাথে পরিচিত নন। এমনকি এ তিনটি জেলাতে এখন পর্যন্ত পুষ্টি সক্রান্ত কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া, পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আঞ্চলিক পরিষদকে এই দুই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আরও জানা যায় যে, ডিএনসিসি ও ইউএনসিসি-তে কমিটির কোনো কোনো সদস্যের সঠিক পদবী উল্লেখ করা হয়নি (যেমন – উপজেলাতে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার কোনো পদ নেই; এটি হবে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা)। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ২০১৮-১৯ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Emergency Nutrition Network (ENN) কর্তৃক পরিচালিত জরিপের তথ্যানুযায়ী প্রকাশিত প্রতিবেদন মোতাবেক সুনামগঞ্জ এবং রংপুরে দ্বিতীয় জাতীয় পুষ্টি পরিকল্পনা কাজের অগ্রগতি বিষয়ে কেস স্টাডি করা হয় এবং এর ফলাফল হিসেবে জানা যায় যে, কমিটির সদস্যদের নিকট NPAN2 বিষয়টি জটিল এবং তা সময়সাপেক্ষ হিসেবে তাঁদের নিকট বিবেচিত হয়েছে। NPAN2 বাস্তবায়ন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের অপর্যাপ্ত জনবল এবং প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবকে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ের কমিটির অনেক সদস্যই জানেন না যে তাঁরা NPAN2 বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবেন।

৫. বারটান-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা তাসনীমা মাহজাবীন জানান যে, বিএনএনসি সম্প্রতি একটি গবেষণা সম্পন্ন করেছে, যার বিষয়বস্তু ছিল পুষ্টি ক্ষেত্রে COVID-19 মহামারীর প্রভাব মূল্যায়ন। এধরনের গবেষণায় বারটান বিএনএনসির সাথে কাজ করতে পারে। এছাড়া বিএনএনসি COVID-19 প্রতিরোধে একটি দুর্যোগকালীন খাদ্য প্যাকেজ বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। এ ধরনের কাজে ভবিষ্যতে বারটান-কে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। ভবিষৎ-এ এ ধরনের কাজে বারটান সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী। এছাড়া, বিএনএনসি যে দুটি কমিটি অর্থাৎ ডিএনসিসি এবং ইউএনসিসি গঠন করেছে তার কোনো কমিটিতেই বারটানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিশেষ করে ডিএনসিসি-এর কমিটিতে বারটান-কে অন্তর্ভুক্ত করা হলে বারটান-এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ এ কমিটিতে থেকে পুষ্টি বিষয়ে অবহিত হওয়ার পাশাপাশি কমিটিকে প্রাসঙ্গিক ইনপুটও প্রদান করতে সক্ষম হবে। তিনি আরও জানান, পুষ্টি বিষয়ক সম্ভাব্য গবেষণার একটি তালিকা SUN Academia এবং বিএনএনসি কতৃক প্রস্তুত করা হয়েছিল উক্ত তালিকা বারটান এর নিকট সরবরাহ করা হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় করে গবেষণার কাজ করা যেতে পারে।

৬. বিএনএনসি -এর মহাপরিচালক আলোচনা শেষে মন্তব্য করেন যে, বারটান প্রকৃতপক্ষে পুষ্টি বিষয়ে অনেক কাজ করছে এবং বিএনএনসি -এর কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রতিষ্টানের কার্যক্রম বিষয়ে ওয়াকিবহাল রয়েছে। বারটান-এর এ সকল প্রচেষ্টা প্রশংসাযোগ্য। বিএনএনসি বারটান-এর কর্মকর্তাগণ যে যে প্রস্তাব করেছেন সে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, পুষ্টি বিষয়ে সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি 'টেকনিক্যাল কমিটি' গঠন করা যেতে পারে।

৭. আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(১) ডিএনসিসি-এর কমিটিতে বারটান-কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এ বিষয়ে বারটান বিএনএনসি -কে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করবে। বিএনএনসি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বারটান-কে ডিএনসিসি-এর কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করবে;

(২) ডিএনসিসি/ইউএনসিসি-এর কমিটিতে যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি সে বিষয়ে বারটান বিএনএনসি -কে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করবে। বিএনএনসি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি মাধ্যমে কমিটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে;

(৩) বিএনএনসি ভবিষৎ এ COVID-19 বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করলে বারটান কে অর্ন্তভুক্ত করবে।

(৩) বিএনএনসি পুষ্টি বিষয়ক গবেষণার তালিকা বারটান-কে সরবরাহ করবে এবং ভবিষৎ-এ উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে গবেষণা কাজ করবে এবং বিএনএনসি'র বিভিন্ন কর্মসূচিতে বারটান-কে আমন্ত্রণ জানানো হবে;

(৪) বিএনএনসি আইপিএইচএন, এনএনএস ও বারটানসহ পুষ্টি বিষয়ক সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য একটি 'কোর কমিটি' গঠন করা হবে;

(৫) জেলা পর্যায়ে জেলা পুষ্টি সমন্বয় কমিটির কার্যক্রমকে জোরদারকরণের জন্য উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন, উপপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি 'টেকনিক্যাল কমিটি' গঠন করা হবে; এবং

(৬) ডিএনসিসি/ইউএনসিসি-এর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত বিএনএনসি একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত করবে। এ লক্ষ্যে বিএনএনসি একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করবে। এ ওয়ার্কশপে বারটান ইতোমধ্যে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করবে।

৮. আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি কমিটির সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০১/৯/২০২০

(মো: হাবিবর রহমান খান)
নির্বাহী পরিচালক
ও
সভাপতি

পরিশিষ্ট-ক

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও কর্মস্থল
১.	ডা: মো: খলিলুর রহমান	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ
২.	কাজী আবুল কালাম	পরিচালক, বারটান
৩.	ড. মোহাম্মদ আবদুহু	অধ্যক্ষ, বারটান
৪.	জ্যেতি লাল বড়ুয়া	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চ:দা:), বারটান
৫.	ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ	উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, বারটান
৬.	মো: মাকছুদুল হক	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান
৭.	তাসনীমা মাহজাবীন	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান
৮.	ফারজানা রহমান ভূঞা	উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান
৯.	এ কে এম মোস্তফা কামাল হাবীব	প্রোগ্রামার, বারটান
১০.	ডা: নাজমুস সালেহীন	উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ